OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 627 - 634
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ক্ষেত্রসমীক্ষার ভিত্তিতে ত্রিপুরার প্রবাদ : একটি বিশ্লেষনী পাঠ

রাকেশ দেবনাথ
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
অদ্বৈত মল্লবর্মণ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, অমরপুর, ত্রিপুরা
Email ID : rakeshdebnathrbs1410@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Tripura, Family Relationship, Social Relationship, Caste, Byword, Social Experience, Agriculture Life, Language.

Abstract

Folk culture is a reflection of the common people. It is deeply intertwined with the lives of rural Bengali communities. For generations, people have nurtured and preserved this folk culture. The customs, traditions, beliefs, and way of life of indigenous societies are all integral parts of folk culture. One of the most significant branches of folk culture is proverbs. Through proverbs, one can learn about a nation's civilization and social history, as they originate from the everyday experiences of common people and represent an important aspect of folk literature.

Tripura, a hilly state in the northeastern region of India, is home to a majority of Bengali-speaking people. Based on field studies, this article discusses various proverbs collected from different districts of Tripura. These proverbs provide insights into the daily lives of the common people of Tripura, their regional language, economic conditions, agricultural practices, sense of humor, and social issues.

Proverbs are an essential branch of folk literature, emerging from the everyday lives of common people. They are the product of human wisdom and long-term experiences. Proverbs are concise expressions enriched with the essence of human experiences. They capture the deep emotions of rural life while encapsulating the essence of people's prolonged struggles and lived experiences. As a part of folk literature, proverbs represent a highly enriched section of folk culture. They originate from the experiences of common people, shaped by their collective way of life. Although proverbs were initially created by earlier generations of people, they have now found a place in refined modern literature.

The creation of every proverb is rooted in long-term social experiences and specific incidents. Rural people may not possess scientific knowledge, but they have a deep understanding of nature's moods, storms, rain, tides, plants, rivers, mountains, animals, and their surroundings. They observe human nature, life transitions, social customs, daily struggles, and selfish tendencies with a keen and insightful perspective. These experiences take the form of proverbs. Proverbs hold a significant place even in the smallest family units.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Many proverbs have been created based on interpersonal relationships within households and domestic life.

Discussion

বাংলা লোকসাহিত্যের ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, গান, লোককথা প্রভৃতি সকল বিভাগেরই যথেষ্ট সমৃদ্ধি কিন্তু তারপরেও লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে বিশেষভাবে প্রবাদ চর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা গেছে। এর মূল কারণ বাঙালির প্রত্যহিত জীবনে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অপরাপর বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে নিহিত। প্রবাদের মধ্যে একটি নিত্যতা আছে। প্রবাদ যে বহু বৈচিত্র্যময় তার প্রমাণ রয়েছে। প্রবাদের বিষয় বিভাজনে। প্রবাদের মধ্যেই সমাজের গতি বিধির সবকিছু ধরা পড়ে। পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্ক, কৃষি জীবন, শুভ-অভ বোধ, খনার বচন, বিবাহ, চিকিৎসা, রাজনীতি, পৌরাণিক প্রসঙ্গ সবকিছুই প্রবাদে প্রকাশ পায়। এসব কিছুই ত্রিপুরার লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদে দেখা যায়। সবচেয়ে বড় কথা প্রবাদ নারী কণ্ঠে সৃষ্টি, গ্রাম্য নারীরাই এর ধারক ও বাহক। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রবাদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

"গাতার যুগী বনের হিয়ার
তার নাই বেন বিয়াল।"[১]

ত্রিপুরার একটি সম্প্রদায় নাথ, দেবনাথ, নাথ ভৌমিক অর্থাৎ শিব গুত্র যারা। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রবাদটির সৃষ্টি। এই নাথদের যোগী বলা হয়। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে এই প্রবাদটি সৃষ্টি। 'নাথ সাহিত্যে' আমরা নাথ যোগীদের বিভিন্ন সাধনা সম্পর্কে জানতে পারি, তারা বিভিন্ন জায়গায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সেই সূত্র থেকেই হয়তো প্রবাদটির সূত্রপাত।

"আধপা চালের পিডালি।
কত করলি তুই বিডালি।"[২]

এই প্রবাদটিতে ত্রিপুরার আঞ্চলিক ভাষা স্পষ্ট। বাঙালির চিরাচরিত খাদ্যশস্য চাউল এর উল্লেখ রয়েছে বক্ষমান প্রবাদটিতে। এখানে 'বিডালি' শব্দের অর্থ হল দুষ্টামি। এক ব্যক্তির মধ্যে যখন অনেক ধরনের দুষ্ট বুদ্ধির প্রতিভা থাকে, তখন ওই দুষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"পরের তেলে ব্রাহ্মন সুন্দর।"[৩]

হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি জাতি ব্রাহ্মণ। তারা মূলত নিজেদের এলাকায় পূজা-পার্বন করে জীবিকা নির্বাহ করে। আসলে এই প্রবাদটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শোষক শ্রেণীর উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়। শাসক-শোষক সাধারণ মানুষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কার্যসিদ্ধি, তাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রবাদটি গ্রামাঞ্চলের সাধারণ শোষিত মানুষের মুখে শোনা যায়।

"পঞ্চাশ টেহার গরু কিন্না পাঁচশ টেহা ঠেলোনি।"[৪]

ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক এই প্রবাদে বলা হয়েছে পঞ্চাশ টাকার দিয়ে গরু কেনার পর সেটিকে যখন বাড়িতে আনতে পাঁচশ টাকা খরচ হয়, তখন লাভের কিছু থাকে না। অর্থাৎ লাভের অপেক্ষা লস যখন বেশি হয় তখন ব্যবসায়িকরা এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারণ করে।

"কাউয়া চিনে ঘাউয়া কাগুল"[৫]

মন্দলোক সর্বদা মন্দকাজে ব্যস্ত থাকে। সে নিজেকে পরিবর্তন করতে চায় না। যেমন কাক সর্বদা আর্বজনা থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে সেক্ষেত্রে ভালো কিছু পেলেও অর্থাৎ ভালো কাঠাল পেলেও সে খেতে চায় না বা খেতে পারে না।

"বেল ফাকলে কাউয়ার কি"[৬]

'বেল' বাংলার একটি নিজস্ব ফল। এই ফলের বাহিরের আবরণ অনেকটা শক্ত হয়। তাই কাক কিংবা অন্য কোন পাখি এই ফল সহজে খেতে পারে না। সাধ্যের বাইরে এমন কোন জিনিস বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"মুলে দিয়া ঘর নাই পূবে দিয়া দরজা।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বাহাদুরি বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"পিডা কও মিডা কও ভাতের মতো নাই,
মাসি কও পিসি কও মার মত নাই।"[৮]

সমাজে পরিবারে নারীর অবস্থান বিবিধ। নারী কখনো মা, কখনো শাশুড়ি, কখনো স্ত্রী, কন্যা, ননদ, বোন, কখনও আবার মাসি, পিসি। মা বাঙালি ঘরের প্রধান নারী চরিত্র। আর একমাত্র মা-ই আছেন যে আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। তাই পিঠেপুলি বা চিড়ে মুড়ির সঙ্গে যেমন ভাতের তুলনা হয় না, তেমনি পিসি মাসির সঙ্গেও মায়ের তুলনা হয় না। এভাবেই দেশীয় খাদ্যদ্রব্যের সাথে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে পরিবারে মায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা আমাদের লোকসংস্কৃতির অনন্য একটি বৈশিষ্ট্যের উদাহর।

"অতি সাধু চোরের লক্ষণ।"[৯]

ভন্ড প্রকৃতির লোকদের বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।"[১০]

সম্বলহীনা বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। শুধু যে মামা নেই এই বিষয়টি বুঝাতেই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় এমনটা নয়। অন্যান্য অর্থেও এই প্রবাদটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। নাই মামা অর্থাৎ যার মামা নেই তার কাছে কানা মামা অর্থাৎ দৃষ্টিহীন মামাই ভাল।

"কত রঙ্গ করলি কালি।
ছিড়া কাঁথায় দিলি মকমলের তালি।"[১১]

যোগ্যতার বাইরে গিয়ে কিছু চাহিদা কিংবা অধিকার করে বসে থাকলে, এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"আঙ্গুল ফুইল্লা কলাগাছ"[১২]

হঠাৎ পরিবর্তন অর্থে রূপক এর আশ্রয়ে গ্রামবাংলায় এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন অর্থনৈতিকভাবে হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠে তখন ব্যবহৃত হয় এই ধরনের প্রবাদ। অনেক প্রবাদ লোকসমাজ থেকে সাহিত্যে স্থান করে নেয়। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ত্রিপুরার কথাকার অরুণোদয় সাহার 'পদ্মপাতায় জল' উপন্যাসে দিবাকর যখন শরণার্থী শিবিরে ঘর তৈরি করার কাজ শুরু করে অল্প দিনের মধ্যে সরকারের টাকা নয় ছয় করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় তখন কোথাকার এই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রচলিত বাংলা লোকগানও আছে।

"পরের বাড়ির বিয়া
নাইচ্চা মরি গিয়া।"[১৩]

অপ্রয়োজনীয় কাজ করা অর্থে ব্যবহৃত হয় এই প্রবাদ। অর্থাৎ আমরা যখন অপ্রয়োজনীয় কাজে মন দেই সেই সময় এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"আডের আড নাতিনের বিয়া
দেইক্কা আলাম গিয়া।"[১৪]

আমরা যখন একটি কাজ করতে গিয়ে অনেকগুলো কাজ একসাথে করে আসি তখন এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়। বাংলা লোকসাহিত্যে এমন আরেকটি প্রবাদ আছে-"সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না।"

"গারমোডা অইয়াগেসে।"[১৫]

কেউ যখন কোন একটি কাজে দক্ষ নয়, কিন্তু দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে ওই কাজ করতে যায় তখন বয়োজ্যেষ্ঠরা এই ধরনের প্রবাদ উচ্চারন করে।

"সূচ কয় চালনীরে, তোর নিচে কেন ছেঁদা।"[১৬]

পরনিন্দা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। মানুষ যখন নিজের অবস্থা ভুলে অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করে তখন এই ধরনের প্রবাদ গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সূচের বৈশিষ্ট্য হল তার উপরের অংশ সূচালো এবং নিচের অংশে সুতো আটকানোর জন্য একটি ছিদ্র থাকে। আর চালনীর বৈশিষ্ট্য হল গোলাকার তার সারা দেহে সহস্র ছিদ্র। এখানে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সূচেরও ছিদ্র আছে আবার চালনিরু ছিদ্র আছে। এখানে সূচ নিজের গঠন বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে চালনিকে বলছে উপরোক্ত কথাটি। গভীর ভাবে দেখলেই সূচ ও চালনী দুটোই জড়বস্তু। জড়বস্তু কথা বলতে পারে না। তাই এই প্রবাদ বাক্যটি সমাজেরি মানুষের পরনিন্দা বুঝায়।

"কুত্তার লেজ বারো বছর চুঙ্গাত থাকইলেও যে বেয়াঁ হে বেয়াঁ"[১৭]

মন্দ লোক সর্বদা মন্দই হয়। তারা কোনোদিনও নিজের মন্দ স্বভাব বর্জন করতে পারে না এই ধরনের ব্যক্তিদের এই ধরনের ব্যক্তিদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এরকম প্রবাদ উচ্চারিত হয়।

"আমনা হরি সেলাম পায়না।
মামি হরি পিরা বায়"[১৮]

যখন যোগ্য ব্যক্তি যোগ্য জিনিস পায় না। কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তি সেই জিনিস পাওয়ার জন্য আক্ষেপ করে তখন এই ধরনের প্রভাত উচ্চারিত হয়।

"ঘরের ভিণ্ডা নাই, জামাই কত্তুই অইয়ে"[১৯]

দারিদ্রতা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"ধান খাইস মুরগি যাইবা কই।"[২০]

আমরা যখন কোনো কিছু না জেনে বুঝেই কোন চুক্তিপত্রে নিজের সম্মতি জানাই কিংবা কথা দিয়ে ফেলি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন জানতে পারি এই কাজটি আমার জন্য সুবিধের নয়, তখন আমাদের সম্পর্কে এই প্রবাদটি বলা হয়। মুরগি যেমন একবার ধান খেলে বারবার ঘুরে আসে খাবার জন্য, আমাদেরও একই অবস্থা হয়। এ বিষয়ে আরেকটি প্রবাদ হল –

"ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না"
"কলির কৃষ্ণ"[২১]

অতিরিক্ত চালাক ব্যক্তিদের বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"নবী হেইদ হাঙ্গা ববি এতকা কুশি মুচি।"[২২]

এর অর্থ হল - 'নবী' অর্থাৎ নববধূ বাবার বাড়িতে যতই 'কুশি মুচি' অর্থাৎ কান্নাকাটি করুক না কেন, তাকে শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যখন আমরা জানতে পারি নিজের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন একটি কাজ আমাদের করতেই হবে, তখন অসম্মতি জানালেও আদতে কোনো লাভ নেই।

"ভাত দেইখ্যা দিও ঘি
জামাই দেইখ্যা দিও ঝি।"[২৩]

বক্ষমান আলোচ্য প্রবাদটিতে বলা হয়েছে ভাত দেখে অর্থাৎ ভাতের পরিমাণ মতো ঘি দেওয়ার জন্য এবং উপযুক্ত ছেলে দেখেই মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য।

"থাকতে চিনে না হাই
মরলে কয় রামচন্দ্রন গোসাই"[২৪]

কোন জিনিস যখন আমাদের নিজের থাকে তখন আমরা গুরুত্ব দেই না। কিন্তু যখন হারিয়ে ফেলি তখন অধিক গুরুত্ব দিই। এই অর্থেই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

"অভাবে স্বভাব নষ্ট, মুখ নষ্ট বরণে
ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট স্ত্রী নষ্ট মারনে।"[২৫]

অভাবে স্বভাব নষ্ট অর্থাৎ মানুষ অভাবে পড়লেই তার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে যা কিছু করে বসে। অর্থনৈতিক অভাবে মানুষ চুরির পথও বেছে নেয়। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ১৩৫০ এর মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' কবিতার কথা। সেখানে আমরা দেখতে পাই একটু ফ্যান এর জন্য মানুষ হাহাকার করছে। 'নবান্ন' নাটকের একটু খাবারের জন্য মানুষ ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই যে মানুষের খাবারের অভাবে তার স্বভাব নষ্ট অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবনযাপন ভুলে গিয়ে ডাস্টবিনে খাবার সংগ্রহ করছে। তাই উপরোক্ত প্রবাদের প্রথম চরণে বলা হয়েছে এই এ কথা। 'মুখ নষ্ট বরণে'-আমাদের শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ মুখমণ্ডল। এই মুখমণ্ডলে দেখা দেয় বরণ। যা পরবর্তী সময়ে ভালো হয়ে গেলেও তার কিছু ছাপ বা দাগ রেখে যায়। তার জন্য মানুষের মুখের সৌন্দর্য কমে যায়। তাই বলা হয়েছে 'মুখ নষ্ট বরণে'। ঝড় বৃষ্টির সময় খেতে পাকা ধান থাকলে তা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা বন্যা হলে সকল ধরনের শস্যজাতীয় ফসল এবং অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট। অতিরিক্ত শাসন করলেই যেমন ছেলে মেয়েরা হাতের বাইরে চলে যায় তেমনি ঘরের স্ত্রী কেউ অতিরিক্ত শাসন তথা মারতে নেই। স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত শাসন দেখিয়ে স্ত্রীকে মারলে স্ত্রী নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ সে স্বামীর কথা গুরুত্ব নাও দিতে পারে, তাই বলা হয়েছে স্ত্রী নষ্ট মারনে।

"গামছা বাধা দই।
মাগনা পাইলে লই।"[২৬]

কোন জিনিস যখন বিনামূল্যে পাওয়া যায় তখন এর সুবিধা ধনী-দরিদ্র সবাই নিতে চায়, তখন ওই সুবিধাবাদী মানুষদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"গরিব মরে ভাতে, মুস্তান মুরে শীতে।"[২৭]

বাহাদুরি দেখানো ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"তেলা মাথায় তেল দেওয়া।"[২৮]

নিজের দুর্বলতা বা দারিদ্রতা প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি বলা হয়। এই প্রবাদটির গুড়ার্থ দাঁড়ায় এমন, যার যা কিছু আছে তাকে আরও দেওয়া হয়। কিন্তু যার নেই যে জিনিসগুলো তার দরকার সেই জিনিসগুলো সে পায় না। তখন সেই বঞ্চিত ব্যক্তি অভিমানে এই সমস্ত প্রবাদগুলি উচ্চারণ করে। আসলে এখানে তেল দেওয়া প্রতীক মাত্র বা রুপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন প্রবাদ স্রষ্টা।

"হডকেরে হডকে খাইছে।
পাকনা চুলে কিলিপ মারছে।"[২৯]

পরিস্থিতির বাইরে গিয়ে যখন কেউ কিছু করতে চায় বা করে বসে তখন এ ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"বাড়ির শোভা বাগ্ বাগিচ ঘরের শোভা ওসারা
দাঁতের শোভা মাজন মেশি চোখের শোভা ইশারা।"[৩০]

সৌন্দর্যতা বুঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। এই প্রবাদটি আমাদের গ্রামেও প্রচলিত আছে। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে বাড়ির শোভা অর্থাৎ সুন্দর্য ফুলের বাগান বা গাছপালা আর ঘরের শোভা ওসারা। এই ওসারা কথার অর্থ ঘরের পীরা বা ধাইর। কোন ঘরের পীরা বা ধারই না থাকলে সেই ঘর সুন্দর দেখায় না। প্রবাদটিতে আরো বলা হয়েছে মানুষের দাঁতের সৌন্দর্য মাজন আর চোখের সৌন্দর্য ইশারা।

"অন্যের গরু দেখে দড়ি বাগানি"[৩১]

সমাজের লোভী প্রকৃতির মানুষদের বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ উচ্চারিত হয়। বাংলা লোকসাহিত্যে এমন আরেকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে –

"গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।"
"পরের ছেলের নাম পরমানন্দ
যত গোল্লায় যায় ততই আনন্দ।"[৩২]

প্রতিবেশীদের প্রতি হিংসা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ বাক্য উচ্চারিত হয়।

"আমনা বুজ পাগলেও বুঝে
ভাত খাইয়া চিড়া খুঁজে।"[৩৩]

প্রবাদটিতে বলা হয়েছে নিজের বুঝজ্ঞান পাগলেরও আছে। আসলে প্রবাদটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। স্বার্থান্বেষী মানুষদের উদ্দেশ্য করে এই ধরনের প্রবাদ উচ্চারিত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"চোখ লই ডং নয়।"[৩৪]

মানব জীবনে চোখ একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই চোখ নিয়ে চোখ নিয়ে কোন শয়তানি নয় বা চোখের কোন সমস্যা হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা করা দরকার।

"চুল নাই বেটি চুলের লাইগা কান্দে।
কচুপাতা দিয়া বিড়ি ডাল্লা খুফা বান্দে।"[৩৫]

দারিদ্রতা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। এরকম আরেকটি প্রবাদ হল -

"এমনি মিলে না আবার ত্যানা প্যাচাইয়া।"[৩৬]

Reference:

১. তথ্যদাতা – নাম : নিয়তি দে, বয়স : ৫৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী , থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
২. তথ্যদাতা – নাম: শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫
৩. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
৪. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
৫. তথ্যদাতা – নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫
৬. তথ্যদাতা – নাম : ঝুলন দেবনাথ, বয়স : ৪৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
৭. তথ্যদাতা – নাম : মল্লিকা দেবনাথ, বয়স : ৪২, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সূর্য মনি নগর, জেলা : পশ্চিম ত্রিপুরা, থানা : আমতলী, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০৩/২০২৪
৮. তথ্যদাতা – নাম : নিয়তি দে, বয়স : ৫৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
৯. তথ্যদাতা – নাম : সুজিত দে, বয়স : ৬২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
১০. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫
১১. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর. কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
১২. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
১৩. তথ্যদাতা – নাম : সুনিল দেবনাথ, বয়স : ৫১, লিঙ্গ : পুরুষ , পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
১৪. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৫. তথ্যদাতা – নাম : নিয়তি দে, বয়স : ৫৫, লিঙ্গ: মহিলা, পেশা: গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

১৬. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০২/২০২৪

১৭. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

১৮. তথ্যদাতা – নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

১৯. তথ্যদাতা – নাম : মল্লিকা দেবনাথ, বয়স : ৪২, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সূর্য মনি নগর, জেলা : পশ্চিম ত্রিপুরা, থানা : আমতলী, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০৩/২০২৪

২০. তথ্যদাতা – নাম : শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫

২১. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

২২. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫

২৩. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩

২৪. তথ্যদাতা – নাম : শেফালী দেবনাথ, বয়স : ৪০, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৪

২৫. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

২৬. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

২৭. তথ্যদাতা – নাম : শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫

২৮. তথ্যদাতা – নাম : শংকর রবিদাস, বয়স : ৩২, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : শ্রমিক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : আমার উপর, জেলা : গোমতী, থানা : আমারপুর, সংগ্রহের তারিখ - ০২/০৩/২০২৪

২৯. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫

৩০. তথ্যদাতা – নাম : শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী, বয়স : ২৭, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : ছাত্র, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, মহারানী, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ১৯/০৩/২০২৫

৩১. তথ্যদাতা – নাম : গৌরাঙ্গ দেবনাথ, বয়স : ৬০, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : কৃষক, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : মেলাঘর, জেলা : সিপাহী জলা, থানা : মেলাঘর, সংগ্রহের তারিখ - ০১/০২/২০২৫

৩২. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

৩৩. তথ্যদাতা – নাম : শিবম বর্মন, বয়স : ২৮, লিঙ্গ : পুরুষ, পেশা : সংগীতশিল্পী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/০২/২০২৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 71
Website: https://tirj.org.in, Page No. 627 - 634
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৪. তথ্যদাতা – নাম : ঝুলন দেবনাথ, বয়স : ৪৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : গৃহিণী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : উদয়পুর, জেলা : গোমতী, থানা : আর.কে পুর, সংগ্রহের তারিখ - ০৬/১১/২০২৩
৩৫. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫
৩৬. নাম : তনুশ্রী চক্রবর্তী, বয়স : ২৫, লিঙ্গ : মহিলা, পেশা : ছাত্রী, ধর্ম : হিন্দু, ঠিকানা : সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা, থানা : সাব্রুম, সংগ্রহের তারিখ - ১০/০৩/২০২৫

Bibliography:

বরুণ কুমার চক্রবর্তী : বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা ০৯
সুনীল কুমার দে : (সম্পাদিত) বাংলা প্রবাদ ছড়া ও চলিত কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ০৯
আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য,ষষ্ঠ খন্ড প্রভাত,প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯ দে'জ পাবলিশিং কলকাতা – ০৯
ওয়াকিল আহমেদ : বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা প্রথম প্রকাশ, বইপত্র, বাংলাবাজার ঢাকা – ১১০০
আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য দ্বিতীয় খন্ড, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা – ৭০০০৬৭